যায়যায়দিন

তারিখ 17 AUG 2007

শিক্ষা খাতের উন্নয়ন প্রকল্পে সীমাহীন অনিয়ম

পরিকল্পনার অভাবে পিছিয়ে যাচ্ছে এডিপির বাস্তবায়ন

মারুফ রনি

গত অর্থ বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৪টি উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির কথা থাকলেও মাত্র নয়টির কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (এডিপি) বরাদ্দ অনুযায়ী বড় ধরনের ১০টি প্রকল্পের কাজ অর্থ অবমুক্ত না হওয়ার কারণে বাস্তবায়ন সন্তোষজনক নয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, অনভিজ্ঞ প্রকল্প পরিচালক, জমি নির্বাচন পূর্বক পিপি (প্রকল্পপত্র) অনুমোদনের প্রস্তাব না করা এবং শুরুতে কর্মপরিকল্পনা ও যথাযথ ক্রয় ও অবকাঠামো নির্মাণ কাজ মনিটর করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিকাংশ প্রকল্পের অগ্রগতি হতাশাজনক। গত অর্থ বছরে ৭৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ছিল ১ হাজার ২.২৫ কোটি টাকা। আর জুন ২০০৭-এর মধ্যে বড় ধরনের ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় নির্ধারণ হয়। এ সময়ের মধ্যে প্রায় ৯৪৫ কোটি টাকা ব্যয় হলেও বাস্তবায়নের কাজ এখনো শেষ হয়নি। এমনকি এ প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও প্রচুর অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ প্রকল্পগুলোর মধ্যে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প এবং ২০টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট আধুনিকীকরণ ও ১৮টি নতুন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন প্রকল্পে সবচেয়ে বেশি অনিয়মের কারণে এগুলো এখনো কার্যকর হয়নি।

জানা গেছে, পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পে পিপি সংশোধন ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের পরিবর্তন ঘটানো হয়। ফলে নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত এবং অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এছাড়া নতুন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন ও আধুনিকীকরণ প্রকল্পে ত্রুটিপূর্ণ ডিজাইনে কাজ চলছে বলে মন্তব্য করেছে আইএমইডির বিশেষজ্ঞ টিম। যার কারণে একটু পৃ ১৫ ›› ক ৪

পরিকল্পনার অভাবে পিছিয়ে যাচ্ছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বৃষ্টি হলেই পানিতে ভেসে যাচ্ছে এসব নির্মাণ কাজ।

অন্যদিকে চলতি প্রকল্পের মধ্যে ঢাকা মহানগরসহ অন্যান্য বিভাগীয় সদরে ১১টি উচ্চ মাধ্যমিক মডেল বিদ্যালয় স্থাপনেও দেখা গেছে একই ধরনের অনিয়ম। এগুলোতেও ত্রুটিপূর্ণ ডিজাইনের কারণে প্রত্যেক তলায় ঢুকে পড়ছে বৃষ্টির পানি।

আরো জানা যায়, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট প্রকল্পটি পাঁচবার সংশোধন করে পাঁচ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলেও কার্যত কোনো কাজেই আসেনি। বর্তমানে এ প্রকল্পটি সংশোধিত হয়ে ৩৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৯৮ থেকে জুন ২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তবে অধিকাংশ ইন্সটিটিউটের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি ও লোকবল সরবরাহ হলেও ভবন নির্মাণ ও বিদ্যুতের অভাবে নরসিংদী, বরগুনা, চাঁদপুর এবং লক্ষ্মীপুরের ইন্সটিটিউটগুলো ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়িত অনেক প্রকল্পের মধ্যেও রয়েছে পরিকল্পনার অভাব। যথাযথ পরিকল্পনার অভাবে কোটি কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পগুলো দিনের পর দিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এর প্রকৃত উদাহরণ গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মহিলা শিক্ষকদের হস্টেল নির্মাণ। শুধু পরিকল্পনার অভাবে ১৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ১৯৯৫ থেকে ২০০৫ মেয়াদে বাস্তবায়িত হওয়া এ প্রকল্পটির আওতাধীন নির্মিত ১৮০টি হস্টেলে এখনো কোনো মানুষের পদচারণা হয়নি।

এদিকে চলতি অর্থ বছরেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি যথাযথ হয়নি। সম্প্রতি প্ল্যানিং কমিশনের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার এক বৈঠকে এ কথা বলা হয়। এ সময় প্রকল্প পরিচালকদের প্রশিক্ষণ না দেয়া এবং পাঁচটি প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ জটিলতার কারণে প্রকল্পের অগ্রগতি হচ্ছে না বলে উল্লেখ করা হয়। এছাড়াও জানা গেছে, দুটি অনুমোদিত প্রকল্পে দাতা সংস্থার সঙ্গে ঋণ চুক্তি সম্পাদিত না হওয়ায় প্রকল্পের কাজ শুরু করা যাচ্ছে না।